চুয়াডাঙ্গায় করোনায় এক জনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে শাফা উদ্দিন (৬৬) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি বড় গাংনীর বাসিন্দা।

আজ সকাল সাড়ে সাতটার সময় তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ জানুয়ারি করোনা উপসর্গ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হন। আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

এখন পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে করোনা রোগী ভর্তি আছেন ৩ জন। আজ নতুন করে করোনা উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছেন আরও দুইজন মোট করোনা উপসর্গ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছেন ১০ জন।

ঝিনাইদহে করোনা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা মূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে মহামারি করোনা ভাইরাস ও ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ে জেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে বুধবার সকালে সিভিল সার্জনের সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম, মেডিকেল অফিসার ডা: শারমিন নাহার, ডা: তালাদ তাসনিম, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয় সিনিয়র অফিসার আব্দুর রহমান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হানসহ অন্যান্যরা।

এসময় বক্তারা, মহামারি করোনা ও ডেঙ্গু কিভাবে ছড়াই সেব্যাপারে সচেতনতা ও প্রতিরোধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাসহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার আহ্বান জানান।

গাংনীতে ৮ কৃষকের ১২ বিঘা জমির ফসল বিনষ্ট

গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের হোগলবাড়ীয়া গ্রামের মাঠে ১২ বিঘা জমির গম ও মসুরী খেত বিনষ্ট করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৮ জন কৃষক। ভুক্তভোগী কৃষকের দাবী, গ্রামের প্রতিপক্ষ মতিয়ার রহমান ও তার লোকজন পরিকল্পিতভাবে কীটনাশক প্রয়োগ করে তাদের ফসল বিনষ্ট করেছে।

তবে এ দাবী অস্বীকার করে মতিয়ার রহমান জানিয়েছেন, বর্তমান যারা ওই জমি দখল করে চাষাবাদ করছেন তারাই নিজেদের ফসল নিজেরাই নষ্ট করে আমাদেরকে ফাঁসাতে চাইছেন।
সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বর্গা চাষিদের গম ও মসূরী খেত শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। পাওয়া গেছে বিষের গন্ধ। গেল সপ্তাহের যে কোন দিন এ বিষ প্রয়োগ করেছে দুর্বৃত্তরা। ১২ বিঘা জমির সমস্ত ফসলই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শুধু ফসলই বিনষ্ট হয়নি, সেই সাথে হয়েছে কৃষকের স্বপ্ন ভঙ্গ।

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক আসমত আলী জানান, তিনি গ্রামের খাইরুল ইসলাম গংয়ের কাছ থেকে বছর দশেক আগে দেড় বিঘা জমি বর্গা নিয়ে বিভিন্ন ফসল আবাদ করছেন। এতোদিন কোন সমস্যা হয়নি। কেউ ওই জমি বর্গা নিতেও বারণ করেন নি।

অথচ গ্রামের মতিয়ার গং কোন কারণ ছাড়াই আসমত আলীসহ ৮ জন বর্গা চাষির গমখেতে জঙ্গল মারা বিষ প্রয়োগ করে বিনষ্ট করেছে। একই কথা জানালেন বর্গা চাষি সাদেক কেসমত ও তৌহিদুল ইসলাম।

বর্গা চাষি বাদল জানান, মতিয়ার তার এক বিঘা মসূরী খেতে বিষ প্রয়োগ করে বিনষ্ট করেছে। তিনি আশা করেছিলেন এবার ওই জমিতে ২০

মন মসুরী পাবেন। একইভাবে ইশারুল ও সেন্টুর মসুরী খেত ও বিনষ্ট করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, মতিয়ার যদি তাদের নিজের জমি হিসেবে দাবী করে ফসল আবাদে নিষেধ করতেন তাহলে এ জমি বর্গা নিতেন না। তারা কোন কথা না বলেই ফসলের ক্ষতি করেছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আইজউদ্দিন জানান, ফসলের ক্ষতি করা জঘন্যতম অপরাধ। দফায় দফায় ফসলের যারা ক্ষতিসাধন করছে সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একই কথা জানালেন সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুল লতিফ।

স্থানীয়রা জানান, ১৯৬০ সালে গ্রামের মরহুম দবীর উদ্দীন আম মোক্তার বলে ১৮ একর জমি ভোগ দখল করে আসছিলেন। সেসময় গ্রামের হাজী এলাহী বক্স ও তার লোকজন ওই জমির কাগজপত্র প্রস্তুত করে কুষ্টিয়া আদালতে একটি মামলা করেন।

শুনানী শেষে এলাহী বক্সের জমির কাগজপত্র ভূয়া প্রমানিত হওয়ায় দবীর উদ্দীনের উপর জমির স্বত্ব ন্যস্ত করেন ও খাজনা প্রদানের আদেশ হয়। পরবর্তীতে খাজনা বাকি হওয়ায় ওই জমির নিলাম ডাকা হয়।

সেসময় মেহেরপুর সদরের উজলপুর গ্রামের হাজি রহিম বক্স ক্রয় করেন ওই সম্পত্তি। পরবর্তীতে ১৮ একর সম্পত্তি খাইরুল ইসলাম ক্রয় করেন। স্থানীয় বর্গা চাষিরা ওই জমি বর্গা নিয়েই একযুগ ধরে ফসল ফলিয়ে আসছেন।

প্রতিপক্ষ মতিয়ার রহমান জানান, যারা অভিযোগ করছে তাদের কোন দলিলপত্র নাই। তাছাড়া আদালতে মামলা চলমান তাই তারা নিজেই ফসলের ক্ষতি করে আমার বা আমার আত্মীয়-স্বজনের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে। এটা সম্পুর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কে এম শাহাবুদ্দিন জানান, এ ধরনের কোন লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করা হবে।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান জানান, ফসল বিনষ্টের কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে খাদ্যের নিরাপদতা শীর্ষক সেমিনার

মেহেরপুরের গাংনীতে মুজিব বর্ষে কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরন করে উপজেলা পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে খাদ্যের নিরাপদতা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা ১১টার দিকে গাংনী উপজেলা সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আয়োজনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, উপজেলা কৃষি অফিসার কে এম শাহাবুদ্দিন, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি রমজান আলী ও বাজার কমিটির সভাপতি মাহবুবুর রহমান স্বপন।

অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী, চাকরি জীবি, আইনজীবি, পুলিশ, শিক্ষক ও সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ উপস্তিত ছিলেন।

এসময় ভেজাল খাদ্য বিষয়ক প্রামণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় বিএনসিসি ২৩ ব্যাটালিয়ন এর উদ্যোগে মাস্ক

ও কম্বল বিতরণ

চুয়াডাঙ্গায় বিএনসিসি এর উদ্যোগে মাস্ক ও কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ হতে বড়বাজার হাসান চত্বরে পর্যন্ত র্যালী করে বড়বাজার হাসান চত্বরে কম্বল বিতরণ ও মাস্ক বিতরণ করেন।

এসময় অংশ গ্রহণ করেন সুন্দরবন রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত ৬ টি প্রতিষ্ঠান।

চুয়াডাঙ্গা জেলার ছয়টি ইউনিট হলো- চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, ভি জে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সরোজগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, জীবননগর ডিগ্রী কলেজ, দর্শনা সরকারি কলেজ ও এম এ বারী উচ্চ বিদ্যালয়।

কম্বল বিতরণ অনূষ্ঠানে মেজর মোঃ জসীম উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রাশীদ।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, সার্জেন্ট অনিত হাসান ও সার্জেন্ট টি জে তানভীর।

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে কে হচ্ছে নৌকার মাঝি?

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে কে হচ্ছে নৌকা নৌকার মাঝি। আজ বুধবার বিকালে মন্ত্রাণালয়ের নির্বাচন কমিটির মিটিং এর মাধ্যমে ঘোষণা দিবেন।

এ নিয়ে এলাকাজুড়ে চলছে নিস্তব্ধতা। থমকে আছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। সকল কর্মীরা তাকিয়ে আছে কেন্দ্রের দিকে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামীলীগের ৭ জন ও কৃষকলীগের ১ জন মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

বর্তমানে নমিনেশন প্রাপ্তি সকল নেতাকর্মীরা ঢাকায় অবস্থান করছে। নৌকা পেতে চলছে কেন্দ্রীয় লবিং।

নৌকা পেতে সবাই আশাবাদী। সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক জুড়ে চলছে দোয়া কামণা সহ দিচ্ছে উন্নয়ন মূলক প্রতিশ্রুতি।

এদিকে, গতকাল মঙ্গলবার আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপির নমিনেশন পেলেন সাবেক মেয়র আলহাজ্ব মীরমহি উদ্দিন।

বিএনপির পক্ষ থেকে নমিনেশন পেলেও কোন নেতাকর্মীদের উল্লাস অথবা দেখা যায়নি নির্বাচন মাঠে।

মুজিবনগরে ৪৪ বোতল ফেনসিডিলসহ ভাই-বোন আটক

মুজিবনগরে ৪৪ বোতল ফেনসিডিলসহ রাজু আহম্মেদ(৩৫) ও কামিনি খাতুন
(৩৮) নামের দুইজন মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। তারা উভয়েই দুইজন আপন ছোট-বড় ভাই বোন।
বুধবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর কালীতলা মোড় থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটককৃত উভয়েই মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাকা গ্রামের খোদা বক্স এর ছেলে-মেয়ে।
মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান,মাদক ব্যাবসায়ীরা ফেনসিডিল ক্রয় করে দারিয়াপুর থেকে বাসে উঠে ঢাকা যাবে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই মোমিনুর রহমান ও এএসআই নাজমুল হাসান সেখানে অভিযান চালায়। পরে মাদক ব্যাবসায়ীদের দারিয়াপুর কালীতলার মোড়ে দেখতে পেলে তাদের শরির তল্লাশী করা হয়।
শরীর তল্লাশী করে ল্যাপটপের ব্যাগের ভিতরে সাজিয়ে রাখা ৪৪ বোতল ফেনসিডিল পাওয়া যায়।
এ সময় ফেনসিডিলসহ হাতেনাতে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়।
তাদের নামে মাদকের মামলা পক্রিয়াধীন।

স্বাধীনতা সড়ক পরিদর্শনে

মেহেরপুরে আসছেন এলজিআরডি

মন্ত্রী

মুজিবনগরে স্বাধীনতা সড়কসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম মেহেরপুরে আসছেন আগামীকাল বৃহস্পতিবার ।
মন্ত্রীর একান্ত সচিব মোহাম্মদ নুরে আলম সিদ্দিকী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, সকাল ৯টার সময় ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারযোগে রওয়ানা হয়ে মুজিবনগর হেলিপ্যাডে অবতরণ করবেন সকাল ১০টায়। মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাজ্ঞলি নিবেদন শেষে স্বাধীনতা সড়কসহ এলজিইডির বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করবেন। দুপুরে মেহেরপুর সার্কিট হাউজে মধ্যহৃ ভোজ শেষে লালমসিরহাটের উদ্দেশ্যে মেহেরপুর ত্যাগ করবেন।
মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সহকারী একান্ত সচিব, জনসংযোগ কর্মকর্তা সফরসঙ্গী হবেন।

মেহেরপুরে সহযোগীতার দাবি সাংস্কৃতিকজনদের

এম এফ রুপক:
প্রায় ২ হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ভরপুর দেশের ছোট্ট জেলা মেহেরপুর। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল এই জেলার সীমান্তবর্তী মুজিবনগরে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। তাই এই জেলার ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল।

মেহেরপুর নামকরণ প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত দুটি অনুমানভিত্তিক তথ্য পাওয়া গেছে। প্রথমটি হলো- ইসলাম প্রচারক দরবেশ মেহের আলির নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ষোড়শ শতকে কিংবা এর কিছু সময় পর ‘মেহেরপুর’ রাখা হয়। অন্যটি হলো- বিখ্যাত বচনকার মিহির ও তার পুত্রবধূ খনা এই অঞ্চলে থাকতেন। মিহিরের নাম থেকে মিহিরপুর ও পরবর্তী সময়ে তা মেহেরপুর হয় বলে অনেকের ধারণা। ১৯৮৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি জেলার মর্যাদা পায় মেহেরপুর।

এখানকার দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স, ভবানন্দপুর মন্দির, আমদহ গ্রামের স্থাপত্য নিদর্শন, বলরাম হাঁড়ি মন্দির, আমঝুপি নীলকুঠি, ভাটপাড়া নীলকুঠি, স্বামী নিগমানন্দ আশ্রম, বল্লভপুর চার্চ, শেখ ফরিদের দরগাহ, সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, মেহেরপুর পৌর কবরস্থান, মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধ। ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ভরপুর ছোট্ট এই শহরের ঔজ্জ¦ল্য করোনায় ধূসর হয়ে গেছে।

সূত্র জানায়, মেহেরপুরে সাংস্কৃতিক সংগঠনের সংখ্যা ষাটের কাছাকাছি। সংস্কৃতি কর্মীর সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। প্রায় সবাই বেকার হয়ে গেছেন। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে ১৭৫ জনের তালিকা পাঠানো হলেও তাদের মধ্য থেকে ১০০ জনকে সহায়তা দেয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, করোনার ধাক্কায় মেহেরপুরে সাংস্কৃতিক অঙ্গন এখনো স্থবির। মুজিববর্ষের দুয়েকটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলেও মূলত আগের পরিস্থিতিই রয়েছে। এতে অধিকাংশ শিল্পীরই জীবন কাটছে কষ্টে। নিরুপায় হয়ে কেউ কেউ অটোরিকশা চালানোর পাশাপাশি কৃষি করছেন।

জানতে চাইলে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক ও অরণী থিয়েটারের সভাপতি নিশান সাবের বলেন, করোনার কারণে পেশাজীবী শিল্পীদের পরিস্থিতি ভয়াবহ। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ৫ হাজার টাকা করোনা সহায়তা পেলেও তা একেবারেই অপ্রতুল। সরকরের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ও দাবি, যেভাবে মুক্তিযোদ্ধা কিংবা বিধবা ভাতা দেয়া হয়, সেভাবে দুস্থ অসহায় শিল্পীদের পাশে দাঁড়াক। এই সংগঠক আরো বলেন, শিল্পীরা যে সাহসিকতা নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অবদান রাখছেন তার কোনো তুলনা নেই। কিন্তু সেভাবে মূল্যায়ন হচ্ছে না। সরকার এদিকে নজর দিক এটাই আমাদের দাবি।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি এডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন

বলেন, করোনায় কাজ হারিয়েছে অনেকেই। যাদের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের করোনা সহায়তার পাশাপাশি স্থানীয় সংসদ সদস্য নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তবে তা অপ্রতুল।

এম সাইদুর সংগীত একাডেমির পরিচালক শিল্পী এম সাইদুরের কণ্ঠে শোনা গেল হতাশার সুর। তিনি বলেন, গত ৯ মাস ধরেই বেকার বসে আছি। জীবন বাঁচাতে সঞ্চয় ভেঙে চলছি। কোথাও সংগীতের কোনো আয়োজন নেই, স্কুলগুলোতে কোনো কার্যক্রম নেই। আছে শুধু বুক ভরা কষ্ট। এই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আরো বলেন, সংগীতের শিক্ষকতা করে প্রতি মাসে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় করতাম। এখন কোনো রকম টিকে আছি। এই দুঃসময়ে সরকারকে আমাদের পাশে চাই।

মেপ্র/এমএফআর

সাকরাইনে ডিজে, আতশবাজি, ফানুস ও মদ নিষিদ্ধ চেয়ে ডিএমপিতে পুরান ঢাকার ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালার চিঠি

সাকরাইনে ডিজে পার্টি, আতশবাজি, ফানুস ও মাদক নিষিদ্ধের কার্যকরী নীতিমালা চেয়ে ডিএমপি কমিশনারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন পুরান ঢাকার ৮৩ ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালা।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে মিন্টো রোডে ডিএমপি কমিশনার বরাবর পাঠানো এক চিঠি তারা এ আহবান জানান। চিঠিতে পুরান ঢাকাস্থ ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা বলেন, আগামী ১৪-১৫ই জানুয়ারী’ ২০২১ ইং পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ‘সাকরাইন’ নামক একটি অনুষ্ঠান পালিত হতে যাচ্ছে। এ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শাঁখারীবাজার, তাঁতীবাজার, গোয়ালনগর, লক্ষ্মীবাজার, সূত্রাপুর, গেণ্ডারিয়া, লালবাগসহ পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকার ছাদগুলোতে নানান আয়োজন হয়। এর মধ্যে আছে ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগীতা, ডিজে পার্টি, আতশবাজি-ফানুস উড়ানো। এ বছরও একই ধরণ ও বড় পরিসরে এ উৎসব আয়োজন করা হবে বলে সোশ্যাল

মিডিয়ায় প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালা বলেন, মূলতঃ সাকরাইন নামক এ আয়োজনে ব্যাপক জনসমাগম ঘটে। এ সময় শুধু পুরান ঢাকা নয় বরং নতুন ঢাকার জনগণও পুরান ঢাকার ছাদগুলোতে ভীড় জমাতে থাকে। অথচ করোনা মহামারীকালে যে কোন ধরণের জনসমাগমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সরকার। এ বছর সাকরাইন উপলক্ষে হাজার হাজার ছাদে লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড় তথা জনসমাগম ঘটার সম্ভবনা আছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি ডেকে আনতে পারে।

তারা আরো বলেন, সাকরাইনকে কেন্দ্র করে প্রতিটি বাড়ির ছাদ থেকে ফানুস উড়ানো ও আতশবাজি পোড়ানো হয়। অথচ ডিএমপির পক্ষ থেকে ২০১৮ সালে ফানুশ উড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া ‘বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ অনুসারে রঙিন আতশবাজী রাখা সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ। বলার অপেক্ষা রাখে না, ফানুস ও আতশবাজি থেকে ভয়াবহ ধরণের অগ্নিকাণ্ড ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। সম্প্রতি থার্টি ফাস্ট নাইট উপলক্ষে উড়ানো ফানুস থেকে রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডের রেজিন্সি টাওয়ার নামক একটি বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ভবনটিতে প্রায় ৮০টির মতো পরিবার বসবাস করতো, অগ্নিকাণ্ডের খবর শুনে আতংকগ্রস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে অনেকেই আহত হন। (তথ্যসূত্র: দৈনিক আমাদের সময়, ১লা জানুয়ারী, ২০২১) এছাড়া বিদ্যুতের তারে ফানুশ আটকে থাকার ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।

ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা বলেন, পুরান ঢাকা জনবসতিপূর্ণ ও ঘিঞ্জি এলাকা। ২০১৯ সালে চকবাজারের চূড়িহাট্টার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ক্ষত এখনও শুকিয়ে যায়নি। ঐ ঘটনার পর থেকে পুরান ঢাকায় বিভিন্ন দাহ্য পদার্থের গোডাউনের উপর সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। পুরান ঢাকায় দাহ্য পদার্থ নিয়ে যেখানে এত সতর্কতা, সেখানে আতশবাজির মত বিষ্ফোরক পদার্থ ফুটলে তা অবশ্যই ভয়ানক বটে। যদি আতশবাজি ও ফানুশ থেকে পুরান ঢাকায় কোনরূপ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, তবে একদিকে যেমন সরু গলিতে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ঢুকতে না পেরে বিপুল জানমালের ক্ষতি হবে, অন্যদিকে পুরান ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যেও পড়বে কালো ছায়া, ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব্যবসায়ীরা, ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের অর্থনীতি।

তারা বলেন, আতশবাজির পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব বিদ্যমান। আতশবাজির কারণে বায়ুতে বিষাক্ত কণা ছড়িয়ে পড়ে, যার দরুণ পাখিসহ বিভিন্ন

প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। এছাড়া বিস্ফোরকের উচ্চ ও ভীতিকর শব্দে অসুস্থ রোগীদের হৃদযন্ত্রজনিত রোগ বৃদ্ধি পায়।

ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা বলেন, সাইকরাইনকে কেন্দ্র করে মুখের মধ্যে কেরোসিন নিয়ে ‘আগুন খেলা’ নামক ভয়ঙ্কর খেলা প্রদর্শিত হয়, যা করতে গিয়ে অনেকের মুখ ঝলসে যাওয়ার ঘটনা ঘটে অহরহ। এছাড়া ছাদে ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে পরে আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটে। এসময় ছাদগুলোতে বিকট শব্দে রাতভর গান বাজানো হয়, যা চারপার্শ্বের জনগণকে মারাত্মক বিরক্ত করে। অথচ এত উচ্চ শব্দে গান বাজানো ‘শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬’ অনুসারে অপরাধ বটে। তারা আরো বলেন, সাকরাইন উৎসবের নামে চলে মদ-গাজা ও ইয়াবা সেবন ও ডিজে পার্টি। অথচ বাংলাদেশের আইনে জনসাধারণের জন্য মদ-গাজা- ইয়াবা’র মত মাদকের সেবন ও কেনাবেচার উপর রয়েছে নিষেধাজ্ঞা।

মূলতঃ মদ খাওয়া কিংবা ডিজে পার্টি নামক উশৃঙ্খলতা কখনই আমাদের সংস্কৃতির অংশ নয়। এ ধরনের অনুষ্ঠানের কারণে আমরা আমাদের সন্তানদের ‘নৈতিকতা’ নিয়ে চিন্তিত। এসব অনুষ্ঠানে গিয়ে তারা আমাদের আদি সংষ্কৃতি থেকে সরে যাওয়ার পাশাপাশি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। উল্লেখ্য সম্প্রতি রাজধানীতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের এক ছাত্রীর ধর্ষণ ও হত্যার খবরে আমরা এমনিতেই আতঙ্কিত। এর মধ্যে নতুন করে সাকরাইনের উন্মাতাল মদ ও ডিজে পার্টির নামে নতুন কোন ধর্ষণ বা হত্যার ঘটনার জন্ম হলে তা দেশ ও জাতির জন্য সত্যিই ভয়ানক হবে।

ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা বলেন, থার্টি ফাস্ট নাইটকে ঘিরে নিরাপত্তার জন্য ডিএমপি ১৩ দফা নির্দেশনা দিয়েছিলো, যা অবশ্যই একটি ভালো উদ্যোগ। কিন্তু অনেক এলাকায় সেই নির্দেশনা উপেক্ষা করতে দেখা যায়, যার কারণে মিডিয়াতেও শিরোনাম হয়, “প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই থার্টি ফার্স্ট উদযাপন। (তথ্যসূত্র: বাংলাট্রিবিউন, যমুনানিউজ, ১লা জানুয়ারী, ২০২১) মূলতঃ উক্ত নির্দেশনায় বাড়ি ছাদে ডিজে পার্টি নিষিদ্ধ হলেও বাড়িওয়ালার দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ ছিলো না। আবার আতশবাজি ও পটকা ফোটানো নিষিদ্ধ হলেও পটকা-আতশবাজি কেনাবেচার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিলো না এবং সেক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগও ছিলো না। এ কারণেই সম্ভবত নির্দেশনা থাকার পরও অনেকে তা উপেক্ষা করতে পেরেছে।

সাকরাইন উপলক্ষে ডিএমপির কাছে পুরান ঢাকার ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা ২টি দাবী করেন-

এক, অনলাইন বা মাঠপর্যায়ে (দোকানে) যারা আতশবাজি বা ফানুস ক্রয়-বিক্রয় করছে তাদের গ্রেফতার করা এবং আইনত শাস্তির মুখোমুখি করা। দুই, কোন বাড়ির ছাদে কোন আইন শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ (ফানুস উড়ানো, আতশবাজি, ডিজে পার্টি, জনসমাগম, মদ-গাজা-ইয়াবা সেবন, আগুন খেলা, উচ্চস্বরে গান বাজানো ইত্যাদি) সংঘটিত হলে তার দায় ঐ বাড়ির বাড়িওয়ালার এবং এর জন্য ঐ বাড়িওয়ালাকেই আইনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে- এই মর্মে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা।

আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন ডিএসসিসি মেডিকেল রোড সাইড মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি মুহম্মদ কবির হুসাইন মনা, নাজিরাবাজারের ব্যবসায়ী মুহম্মদ আল রাশিদ, নাসির উদ্দিন সরদার লেন ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালা মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম, চকবাজার বেগমবাজারের ব্যবসায়ী মুহম্মদ কাউসার রহমান, সিদ্দিকবাজারের ব্যবসায়ী মুহম্মদ মোস্তাক, কাজী আলাউদ্দিন রোডের ব্যবসায়ী মেহেদী হাসান, হোসনী দালান এলাকার বাড়িওয়ালা মুহম্মদ হাসু, মিডিফোর্ড রোডস্থ ব্যবসায়ী ফয়জুর রহমানসহ পুরান ঢাকাস্থ ৮৩ ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালা। (প্রেস রিলিজ)